সাধু পল
খ্রীষ্টীয় নেতা ও সেবাকর্মীদের আদর্শ

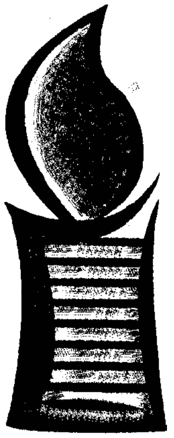

'যে মানুষ প্রভুর সেবক ... তার হওয়া উচিত নিপুণ শিক্ষাদাতা ও একজন সহনশীল মানুষ' (২তিমথি ২:২৪)

ভূমিকা

সাধু পলের জীবনকে মন পরিবর্তনের পূর্ব অবস্থা এবং মন পরিবর্তনের পরের অবস্থা – এই দু'ভাগে ভাগ করে আমরা দেখতে পারি। সাধু পল ছিলেন ফরিসী এবং রোমীয় নাগরিক। শাস্ত্রবিদ্যায় ছিলেন খুবই পারদর্শী কারণ শাস্ত্রবিদ গামালিয়েরর কাছ থেকে তিনি শাস্ত্রজ্ঞান অর্জন করেছিলেন। তিনি ছিলেন রাব্বি। "বিধান পালন" ছিল পলের জীবনের একমাত্র অঙ্গীকার। মন পরিবর্তনের পূর্বে খ্রীষ্টানদের মেরে ফেলার জন্য ইহুদী সমাজে রোমীয়দের কাছে তাঁর নেতৃত্ব ও পরামর্শের যথেষ্ট প্রভাব ছিল। স্তেফানের পাথর ছুঁড়ে মারা ও শৌলের পায়ের কাছে তাদের গায়ের জামাগুলো রাখায় শৌলের ভূমিকা এখানে সুস্পষ্ট। তখন থেকে জেরুশালেম মণ্ডলীর উপর কঠোর নির্যাতন শুরু হয়। এই নির্যাতনের ক্ষেত্রে শৌল মুখ্য ভূমিকা রাখেন। শৌলের রূক্ষ আচরণ ও কার্যকলাপ তাঁকে পাপীদের একজন হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করেছিল। আর ঈশ্বর তাঁর কাজের জন্য এমন একজন অত্যাচারীকে বেছে নিয়েছেন। এর মধ্য দিয়ে ঈশ্বর আমাদের সামনে প্রকাশ করেন যে, তিনি তাঁর কাজের জন্য দুর্বল, পাপী-তাপীদেরই বেশী ব্যবহার করেন।

খ্রীষ্টের অনুগামী সেবক

সাধু পলের মন পরিবর্তনের পর তিনি খ্রীষ্টের অনুগামী হলেন। যীশু যেমন মথি ২০:২০-২৮ পদে জেমস্ ও যাকোবকে বলেছিলেন, তোমরা যে কি চাচ্ছ, তা তোমরা জানই না। আমার ডানপাশে বা বামপাশে বসাই শিষ্যের শ্রেষ্ঠত্ব নয় বরং মানব সেবাই খ্রীষ্ট শিষ্যের প্রকৃত জীবন পথ। সাধু পল মন পরিবর্তনের পর খ্রীষ্টশিষ্যের এ প্রকৃত পথই বেছে নিয়েছেন। কোন প্রতিষ্ঠা বা ক্ষমতা তিনি চান নি। কারো উপর প্রভুত্ব করে নিজের ইচ্ছাকে অন্যের ঘাড়ে চাপিয়ে দেননি। বরং যা সত্য তাই তিনি বলেছেন, তাঁর জীবনের সকল স্বার্থত্যাগ, বড় হওয়ার বাসনা ত্যাগ করে ঈশ্বরের সেবক হয়ে কাজ করতে শুরু করেন। যীশু যেমনটি তাঁর অনুসারী থেকে প্রত্যাশা করলেন নিঃস্বার্থ সেবা। এ কথা সাধু পল নিজের ক্ষেত্রেও বাস্তবায়ন করেছেন। খ্রীষ্টের অনুগামী হওয়ার অর্থ নেতৃত্ব দেওয়া, খ্রীষ্টের আদর্শের জন্য নেতৃত্ব দেওয়ার অর্থ হলো অন্যের সেবা করা।

আদর্শ নেতা অতীত ভুলে যায়

সাধু পল মন পরিবর্তনের পর তাঁর পূর্বের সমস্ত কিছু ভুলে গিয়েছিলেন। তিনি হয়ে উঠেছিলেন এক নতুন মানুষ, হয়ে উঠেছিলেন যীশুর সেবক। সাধু পল বলেন, "একটা কাজই শুধু করছি, পিছনে ফেলে আসা সমস্ত কিছু ভুলে গিয়ে বরং সামনে যা আছে তা পাবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করছি" (ফিলিপ্পীয় ১:২৪-২৫)। সাধু পলের কর্মোদ্যম, নিষ্ঠা, পরিশ্রম, প্রভুর কাছে আত্মনিবেদন, ধর্মপ্রচার ও প্রাণ বিসর্জন নতুন নতুন মণ্ডলীর প্রতিষ্ঠা করার প্রেরণা দিয়েছে।

বাণী প্রচারের আপ্রাণ সাধনা

বাণী প্রচারে দায়িত্ব পালনে আপ্রাণ সাধনা করেছেন সাধু পল। তিনি কলসীয়দের কাছে যেমন আত্মসাক্ষ্য দিয়ে বলেছেন, "এখন তোমাদের জন্য আমি যে দুঃখ-কষ্ট ভোগ করছি তাতে আমি কিন্তু আনন্দই পাচ্ছি, যে

দুঃখ-কষ্ট ভোগ করতে খ্রীষ্টের এখনও বাকী আছে। আমি তো এইভাবে আমার নিজের দেহেই তা সাধ্যমতো পূরণ করে দিচ্ছি তাঁরই দেহের জন্য অর্থাৎ মণ্ডলীর জন্য। স্বয়ং পরমেশ্বরই আমাকে এই মণ্ডলীর সেবাকর্মী করে রেখেছেন। তিনি আমার হাতে এই দায়িত্ব ভার তুলে দিয়েছেন যে, তোমাদের কাছে আমি যেন পরিপূর্ণভাবে প্রচার করি তাঁর সেই ঐশবাণী" (কলসীয় ১:২৪-২৫ পদ)। তিমথির কাছে সাধু পলের ১ম পত্রেও ধর্মসেবকদের দায়িত্বের কথা বলা হয়েছে। সেখানে উল্লেখ কার হয়েছে যে, সাধু পল ছিলেন যাজকীয় ধর্মসেবক। তিনি অনীহুদীদের কাছে বাণী প্রচারের মাধ্যমে যাজকীয় সেবাকাজ করেছেন। সেই সেবাকাজ করতে করতে পল ঈশ্বরের কাছে গ্রহণীয় নৈবেদ্য হিসাবে উৎসর্গ করে থাকেন সেই সমস্ত বিজাতি মানুষকে। ঐশবাণী প্রচারের ফলে যাদের অন্তরে বিশ্বাস জাগরিত হয় পল ভালভাবেই জানেন যে, স্বয়ং খ্রীষ্টই তাদের মধ্যে সে বিশ্বাস জাগরিত করেন।

খ্রীষ্টকে জানা

সাধু পলের কাছে অলৌকিক উপায়ে যীশুর আত্মপ্রকাশ তাঁকে যীশুর উজ্জ্বল ও গৌরবান্বিত রূপ ও তাঁর খ্রীষ্ট উপলব্ধি করতে সাহায্য করেছিল। পল যেমন বলেছিলেন : যীশুর শিষ্যেরা সরাসরি পুনরুত্থান প্রত্যক্ষ করে তারা প্রেরিত হয়েছেন কিন্তু আমার কাছে দামাস্কাসের এ দর্শনই হলো পুনরুত্থানের অভিজ্ঞতা। তাঁর এ অভিজ্ঞতার সাক্ষ্যদান করতে কোন রাজ্য, বিচারসভা, কারাবাস তাঁকে ক্ষান্ত করতে পারেনি। জীবন্ত এ অভিজ্ঞতা নিয়ে জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তিনি দৌড়ে গেছেন তাঁর অভীষ্ট লক্ষ্য অর্জন করার জন্য। একজন সেবক হয়ে তিনি জীবনের সাধনা দ্বারা খ্রীষ্টকে জানতে চেয়েছেন। তিনি বলেছেন : "আমি তো খ্রীষ্টকে জানতে চাই, জানতে চাই কেমনতর তাঁর পুনরুত্থানের শক্তি, আমি চাই তাঁর দুঃখ-যন্ত্রণার অংশীদার হতে। তাঁর মৃত্যুর মত মৃত্যুবরণ করেই তাঁর সমরূপ হয়ে উঠতে চাই"।

সেবকের পরিচয়

সাধু পল সেবা দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে কোন কিছুতে ভেঙ্গে পড়েননি। লজ্জার সকল গোপনীয়তা পরিহার করে চলেছেন, কখনও ধূর্ততার আশ্রয় নেননি। বিকৃত করেননি পরমেশ্বরের বাণী। এ হলো আদর্শ নেতা বা সেবকের মূল পরিচয় (২করি ৪:১-৩)।

ঘাত-প্রতিঘাতে পরিশুদ্ধ সেবক

পল বিভিন্ন আঘাতের মধ্য দিয়ে পরিশুদ্ধ হয়ে খ্রীষ্টকে প্রভু ত্রাণদাতা রূপে চিনতে ও ভালবাসতে পেরেছিলেন। তিনি খ্রীষ্টের জন্য অবর্ণনীয় কষ্ট সহ্য করে নিজের রক্ত দিয়ে খ্রীষ্ট প্রেমের প্রমাণ রেখেছেন। বিশ্বজনীন মণ্ডলী গঠনে যে নিরলস প্রচেষ্টা তা তুলনাহীন। কশাঘাত, বেতমারা, পাথর ছুঁড়ে মারা, সমুদ্রে নৌকা ডুবে দিনরাত ভেসে থাকা, বহুবার পথে দস্যুদের কাছে বিপন্ন হওয়া, স্বজাতি ও বিজাতিদের কাছে অত্যাচারিত হওয়া ইত্যাদি নানা প্রতিকূলতা তাঁকে বাণী প্রচার থেকে বিরত রাখতে পারেনি।

খ্রীষ্টনেতা হিসাবে অর্থ সংগ্রহের কাজ

তিনি নিজের খরচ নিজেই চালাতেন তাঁবু তৈরী করে। কিন্তু তিনি যে সকল মণ্ডলী প্রতিষ্ঠা করে এসেছেন সেগুলোকে সাহায্য করার জন্য এ সেবাকাজটি তিনি আরও গুরুত্বের সঙ্গে করেছেন। পল জেরুশালেমের ভ্রাতৃমণ্ডলীর জন্য অর্থ সংগ্রহ করতে তীতকে করিন্থে প্রেরণ করেন। এ কৃপা কার্যের উদ্দেশ্য হলো, সমগ্র দেশব্যাপী বিস্তৃত মণ্ডলীর একাত্মতার একটা বাস্তব প্রমাণ উপস্থাপন করা। যে কাজটি আমরা বর্তমান মণ্ডলীতে আরও জোরালোভাবে করতে পারি।

পবিত্র থাকার আহ্বান

সাধু পল করিন্থবাসীদের কাছে পবিত্র হয়ে উঠার আহ্বান জানিয়ে দৃঢ়কণ্ঠে তাদের অনৈতিক কার্যকলাপ তুলে ধরেন। একজন নেতা হিসাবে এই ধরনের সর্তকবাণী জনগণের সামনে তুলে ধরা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সেবাকাজ।

প্রবীণদের পরামর্শদান

প্রবীনদের কাছে পলের বিদায়বেলা যে পরামর্শ তিনি রেখে গেছেন তা একজন নেতা বা সেবকের বিশেষ

পরামর্শদানের কাজ। সেখানে যে সকল প্রবীণেরা একত্রিত হয়েছে তারা সকলে পলের সাথে বহু বছর পরিশ্রম করে মণ্ডলীর কাজ সাধন করেছেন। প্রথমে পল নিজের দীর্ঘ পথের দিকে একটা দৃষ্টি নিক্ষেপ করেন পরে প্রবীণদের পথ লক্ষ্য করে কিছু কিছু আকাঙ্ক্ষা ও অস্বাচ্ছন্দ্যবোধ পূর্বক নিজেদের বিষয় এবং সমগ্র মেষপালের বিষয় সাবধান থাকতে বলেন। তাঁর অন্তিম পরামর্শ দিয়ে যান : "মণ্ডলী যেন দরিদ্র হয়" (শিষ্যচরিত ২০:১৭-৩৮)। আবার তিমথির কাছে ১ম পত্রে বলেছেন, " যে কর্মী, তার মজুরী পাবার অধিকার তো আছেই"। সাধু পল আরও বলেছেন যে, বাণী প্রচারকের যেন অর্থ লিপ্সা না থাকে। কেন না অর্থ লিপ্সাই সমস্ত অনর্থের মূল। কেউ কেউ অর্থের পিছনে ছুটতে গিয়েই তো খ্রীষ্টবিশ্বাসের পথ থেকে ভ্রষ্ট হয়েছে আর এইভাবে বহু যন্ত্রণায় নিজেদের হৃদয়হীন করেছে।

নেতা বা সেবকের আধ্যাত্মিকতা

নেতা বা সেবক হিসাবে সাধু পলের আধ্যাত্মিকতা খুবই গভীর ছিল। গালাতীয়দের কাছে বলেছেন, "ঈশ্বর করুন, আমি নিজে যেন আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের ক্রুশ ছাড়া অন্য কোন কিছু নিয়ে কখনো গর্ব না করি। আমরা কিন্তু প্রচার করি সেই ক্রুশবিদ্ধ খ্রীষ্টকেই, যে খ্রীষ্ট ইহুদীদের পক্ষে স্খলনের কারণ, বিজাতীয়দের কাছে মূর্খতার নামান্তর" (১করি ২:২৩ পদ)। এ ধরনের গভীর আধ্যাত্মিক শক্তি তিনি বিভিন্নভাবে ব্যবহার করেছেন, বিশেষ ভাবে এই শক্তির বলে অলৌকিক ভাবে রোগী সুস্থ করেছেন। বর্তমান সময়ে নেতাদের আত্মপ্রচারে ব্যাপৃত থাকতে দেখা যায়। কিন্তু খ্রীষ্টীয় নেতা পলের মত খ্রীষ্টকেই প্রচার করবে।

সমাজের ভোজ ও যজ্ঞভোজের আচরণ

সাধু পল নেতা বা সেবক হিসাবে সমাজের খাওয়া-দাওয়ার ও যজ্ঞভোজের ব্যাপারে সুন্দর শিক্ষা দান করেছেন। সামাজিক ভাবে খাওয়া-দাওয়ার ভোজে আমরা অনেক সময় নিজেদের স্বার্থপরতার পরিচয় দেই। অন্যের কথা ভাববার বিষয়টি কারো মনে থাকে না। কিন্তু এই মনোভাব আমাদেরকে খ্রীষ্টের ভালবাসা থেকে বঞ্চিত করে। খ্রীষ্ট যজ্ঞভোজের ব্যাপারে আমরা যেন সহভাগিতাপূর্ণ, ভালবাসাপূর্ণ মনোভাবে অংশগ্রহণ করি। তবেই যীশুর যজ্ঞভোজ আমাদের জীবনে আশীর্বাদ নিয়ে আসবে।

আমাদের নেতা/পালক/সেবকদের চ্যালেঞ্জ : সাধু পল যেভাবে স্পষ্ট ভাষায় সব বিষয়ে শিক্ষাদান করেছেন, ঠিক একইভাবে আমাদের বর্তমান সময়ের নেতা/পালক/সেবাকর্মীগণ শিক্ষা দিতে পারছেন না। কারণ বর্তমান সময়ের জনগণের মনোভাব পরিবর্তিত হয়েছে। খুব সহজে নেতা/পালক/সেবাকর্মীদের কথা কেউ গ্রহণ করতে চায় না। সমাজে শিক্ষার হার বৃদ্ধির কারণে আমরা সবাই মনে করি যে, আমরা যথেষ্ট জ্ঞানী। অন্যের পরামর্শ, উপদেশ, সাহায্য সহযোগিতার কোন প্রয়োজন নেই। অন্যদিকে নেতা/পালক/সেবাকর্মীরা এখন আর আগের মতো স্বাধীনভাবে কোন কিছু শিক্ষা দিতে পারেন না। কোন বিষয়ে শিক্ষা দিতে গিয়ে তাদেরকে অনেকের মতামত যাচাই করতে হয়। ভাল মন্দ সব দিক বিবেচনা করে বর্তমানে শিক্ষা দানের কাজ করতে হয়।

উপসংহার

পরিশেষে বলতে চাই যে, একজন খ্রীষ্টীয় আদর্শ নেতা ও সেবাকর্মীদের যে আদর্শ থাকতে হবে তা সার্বিকভাবে সাধু পলের মধ্যে ছিল। তিনি যেমন বলেছেন, "যে মানুষ প্রভুর সেবক, তার তো কোন বিবাদে জড়িয়ে পড়া উচিত নয়। বরং সকলের সঙ্গে তার প্রীতি স্নিগ্ধ ব্যবহার করা উচিত; তার হওয়া উচিত নিপুণ শিক্ষাদাতা ও একজন সহনশীল মানুষ" (২ তিমথি ২:২৪)। নেতা হিসাবে তিনি কোন বিবাদে জড়িয়ে পড়েন নি বরং বিবাদ নিরসনের চেষ্টা করেছেন। সকলের সঙ্গে সুন্দর আচরণ করেছেন এবং সকলের মঙ্গল চিন্তা করেছেন।

– রবি খ্রীষ্টফার ডি' কস্তা

সাধু পলের শিক্ষা ও ধ্যানে খ্রীষ্টভক্তের জীবন

‘তোমরা পবিত্র আত্মার প্রেরণাতেই পথ চল’ (গালাতীয় ৫:১৬)

ঐশ জনগণ তথা খ্রীষ্টানুসারীদেরকে সাধু পল এক সম্মানের স্থানে, এক উচ্চ আসনে বসিয়েছেন। তার প্রচারে ও শিক্ষায় সর্বদাই তিনি ঐশ জনগণের মাঝে এক অনন্য আদর্শ স্থাপন করেছেন। তার শিক্ষার মধ্যে মুক্তিদাতা খ্রীষ্টের মৃত্যু ও পুনরুত্থান যেমন গৌরবের আসন অলংকৃত করেছেন তেমনি খ্রীষ্টপ্রেমিকেরাও বিশেষ স্থান পেয়েছে। তার শিক্ষার মধ্যে প্রতীয়মান হয়েছে খ্রীষ্টভক্তের সুন্দর জীবনাদর্শ, দৈনন্দিন জীবনমান। মানুষের মঙ্গলার্থে তিনি কঠিন কথা বলতে কখনো দ্বিধাবোধ করেননি। খ্রীষ্ট ছাড়া ভক্ত বা ভক্ত ছাড়া খ্রীষ্ট – এ যেন এক অপূর্ণ সত্ত্বা। খ্রীষ্ট ও ভক্তের প্রেম, একতা ও মিলনকে সাধু পল স্বামী-স্ত্রীর ভালবাসার সঙ্গে তুলনা করেছেন (এফেসীয় ৫)।

খ্রীষ্ট ও ভক্ত দু'য়ে মিলে এক – সাধু পল এক মধুর মিলন রহস্যের কথা তুলে ধরেন "খ্রীষ্টের সঙ্গে তোমরা এক" (রোমীয় ৬:৩-৫)। খ্রীষ্টের সঙ্গে ভক্তের জীবন এক হয়ে যায় বলে খ্রীষ্টের জীবন হয়ে ওঠে ভক্তের জীবন। খ্রীষ্ট যেমন মৃত্যুবরণ করেছেন এবং পুনরুত্থান করেছেন, খ্রীষ্টভক্তও তেমনি খ্রীষ্টের সঙ্গে মৃত্যুবরণ করে এবং পুনরুত্থান করে (দ্র: ৬:৩-৫)। খ্রীষ্টের মৃত্যু ছিল দৈহিক এবং তাঁর পুনরুত্থান ছিল এক নতুন জীবন। অন্যদিকে খ্রীষ্টের সঙ্গে এক বলে ভক্তেরও মৃত্যু হয় যা সে নিজেই উপলব্ধি করে – তবে এই মৃত্যু দৈহিক মৃত্যু নয়, পাপ করার ফলে মৃত্যু, আত্মার মৃত্যু। খ্রীষ্টের প্রতি বিশ্বাসের গুণে এবং খ্রীষ্টের ক্ষমার শক্তিতে ভক্তও পুনরুত্থিত হয় এবং এক নতুন জীবন লাভ করেন (দ্র: ৬:১২-১৫)। কেননা পাপের মজুরী (ফল) মৃত্যু, আর ঈশ্বরের মজুরী আশীর্বাদ বা ঐশ-জীবন হলো শ্বাশত জীবন (দ্র: ৬:২৩)।

পবিত্রতার পথই হলো খ্রীষ্টভক্তের জীবনের পথ – পবিত্রতা পরম পাথেয়, স্বর্গীয়, পবিত্রতা ভক্তের জীবনের সৌন্দর্য ও পোষাক। আর পবিত্রতা হলো পবিত্র আত্মার মহাদান – এ স্বয়ং পবিত্র আত্মারই পথ। আমাদের দীক্ষাস্নানের দিনে আমরা খ্রীষ্টের পবিত্রতার পোষাক ধারণ করি যা একটি সাদা রুমালের দ্বারা প্রকাশ করা হয়। কিন্তু খ্রীষ্টভক্ত সর্বদা খ্রীষ্টের পথে না চলে পাপের পথে চলে যায় বলেই খ্রীষ্টকেই তাঁর ভক্তদের পাপের প্রায়শ্চিত্ত বলিরূপে (রোমীয় ৮:৩) পাঠানো হয়েছে যেন পাপী ভক্ত তাঁরই দ্বারা আবার নতুন জীবন ফিরে পায়। কেননা খ্রীষ্টই ভক্তের একমাত্র পথ, সত্য ও জীবন (যোহন ১৪:৬)।

খ্রীষ্টভক্তের জীবনে উচ্চ ও নিম্নতর স্বভাবের দ্বন্দ্ব – একজন খ্রীষ্টভক্ত খ্রীষ্টের পথে চলতে গিয়ে দারুণভাবে অনুভব করে যে, পবিত্র আত্মার দেওয়া জীবনের বিপরীতে একটা অশুভ মন্দ শক্তি দারুণভাবে কাজ করে যাকে সাধু পল "নিম্নতর স্বভাব" রূপে আখ্যায়িত করেন। সাধু পল উপলব্ধি করেন যে, নিম্নতর স্বভাব একজন খ্রীষ্টভক্তকে নিম্ন জীবনের দিকে নিয়ে যায়, যার অপর নাম মৃত্যু বা ঈশ্বরবিহীন জীবন। নিম্নতর স্বভাব সর্বদাই ঈশ্বর বিরোধী (রোমীয় ৮:৬)। অন্যদিকে পবিত্র আত্মার স্বভাব বা শক্তি খ্রীষ্টভক্তের জীবনে আনে স্বর্গীয় শান্তি ও নতুন জীবন। তাই সাধু পল খ্রীষ্টভক্তকে উচ্চতর স্বভাবের জীবনে আহ্বান জানিয়ে বলেন, "তোমরা আর নিম্নতর স্বভাবে চলো না ... পবিত্র আত্মাই তোমাদের নিয়ন্তা" (গালাতীয় ৫:১৯-২৬)। কেননা "ঈশ্বরের সন্তান সে-ই, যে পবিত্র আত্মার প্রেরণায় চলে (রোমীয় ৮:১৪)। পবিত্র আত্মার শক্তিতে আমরা ঈশ্বরের সন্তান হয়েছি। তাই ঈশ্বরকে পিতা (বা মাতা) বলে ডাকি, যা দাস কখনো ডাকে না। তাই সন্তান হিসাবে পিতার রাজ্যে খ্রীষ্টভক্তের রয়েছে পূর্ণ অধিকার (রোমীয় ৮:১৫)।

খ্রীষ্টের জীবন ও মৃত্যু খ্রীষ্টভক্তের প্রতি এক গভীর ভালবাসার চিহ্ন (রোমীয় ৮:৩৪) – খ্রীষ্ট জন্ম নিয়েছেন এই পাপময় ধরণীতে মানুষেরই জন্য তিনি মৃত্যুবরণ করেছেন, পুনরুত্থানও করেছেন মানুষের জন্য। এই সব কিছুর মূলে রয়েছে এক গভীর ভালবাসা। ভালবাসাই খ্রীষ্ট ও ভক্তকে এক করে তোলে। এই ভালবাসার শক্তিতেই খ্রীষ্ট ও ভক্ত দুইয়ে মিলে এক দেহ, এক জীবন। তাহলে খ্রীষ্টের ভালবাসা থেকে আমাদের বিচ্ছিন্ন করতে পারে কে? কোন ক্লেশ বা সংকট, কিংবা নির্যাতন, ক্ষুধা বা বস্ত্রাভাব, কিংবা কোন বিপদ, কোন তলোয়ার কি তা করতে পারবে ।

খ্রীষ্ট পরম শক্তিশালী, পরম পবিত্র, পরম আরাধ্য। খ্রীষ্টই পরম সম্পদ ও সম্বল, খ্রীষ্টই ভক্তের প্রাণ। ফলে আমাদের প্রভু খ্রীষ্টেতে নিহিত ভালবাসা থেকে (জগতের কোন শক্তি) আমাদের বিচ্ছিন্ন করতে পারবে না (রোমীয় ৮:৩৫) "মৃত্যুও নয়, জীবনও নয়"। কেননা আমরা বাঁচি বা মরি, আমরা সর্বদা ও চিরকালের জন্য শুধুই খ্রীষ্টের।

– ফাদার এলিয়াস পালমা, সিএসসি

খ্রীষ্টমণ্ডলীতে কোন দলাদলি থাকা উচিৎ নয়

– ফা: টমাস কোড়াইয়া

ভূমিকা

দু'হাজার বছর আগে যিনি শান্তিরাজ, মানব পরিত্রাতা রূপে এ মাটির ধরায় জন্ম নিয়েছিলেন, কুমারী জননী মারীয়ার গর্ভে পবিত্র আত্মার প্রভাবে তিনি মানব মুক্তির ও মানব জীবনের শান্তির পথ প্রদর্শকরূপে কাজ করে গেছেন, হতাশায় নিরাশায় তমসাচ্ছন্ন পৃথিবীতে মানুষকে আলোর পথ দেখাতে। পাপে জর্জরিত ঈশ্বর-বিচ্ছিন্ন মানব জীবনকে পবিত্রতার পথে আনতে। ঈশ্বর ও মানুষের মাঝে মিলন সেতু স্থাপন করতে। যে পাপের জন্য মানুষ স্বর্গের অধিকার হারিয়ে ফেলেছিল তা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করতে। বিচ্ছিন্নতায় নয়, একতা, ক্ষমা, ভালবাসায়। একতাবদ্ধরূপে মানুষের মাঝে ঈশ্বরের ভালবাসাকে প্রকাশ করতে। প্রবক্তাদের বাণী সাধু যোহন ও সাধু পৌলের বজ্রকণ্ঠ মন পরিবর্তনের বাণী – ঈশ্বরের পরিকল্পনার পথ একতা ও ভালবাসার বন্ধনে গড়ে তুলতে। তাই শান্তিরাজ এলেন পরিত্রাণের বার্তা নিয়ে। সাধু পল যিনি হিংস্রতায় খ্রীষ্টানদের হত্যা করে আনন্দ পেতেন এবং এটাকেই তার দায়িত্ব ব'লে মনে প্রাণে পালন করতে উদ্যত ছিলেন সেই শৌলই প্রভু তথা শান্তিরাজের বাণী শুনতে পেলেন; দায়িত্ব নিয়ে তাঁর শান্তির দূত হয়ে কাজ করতে। আর সেই বাণী, সেই স্পর্শ তাকে শৌল থেকে পৌল-এ রূপান্তরিত করল। যিনি সারা জীবন তাঁর বাণীই প্রচার করে গেছেন। তাঁর ক্রুশীয় যন্ত্রণা নিজের জীবনের সহ্য করেছেন। কোন দুঃখ-কষ্ট তাকে খ্রীষ্টের বাণী প্রচার করতে বাধা সৃষ্টি করতে পারেনি। তাই যন্ত্রণাময় নির্যাতিত অসহায় খ্রীষ্টকে নিয়ে গর্ব করে বলেন, 'অশান্ত এ পৃথিবীতে খ্রীষ্টের বাণীই মানুষকে শান্তি দিতে পারে, এক করতে পারে'। কারণ তিনি বিচ্ছিন্নতা চাননি, তিনি চেয়েছেন শান্তি ও ঐশ ভালবাসা মানুষের কাছে প্রকাশ ও প্রচার করতে। তাই তিনি নিজেই বলেছেন,

"আমি আর আমি নই, খ্রীষ্টই আমাতে বিদ্যমান"। তিনি আরও বলেন, "আমার বেঁচে থাকা মানে খ্রীষ্ট, আর মরে যাওয়া তো লাভ, তাও খ্রীষ্টেরই জন্যে"। আমি নই, খ্রীষ্টই আমাকে জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সমগ্র পৃথিবীতে প্রেরণ করেছেন, শুধু তারই মঙ্গলবার্তা সবার কাছে ঘোষণা করতে।

শান্তি

এ পৃথিবীতে প্রত্যেক ধর্মই শান্তির কথা বলে। খ্রীষ্টীয় শান্তি – খ্রীষ্টীয় একতার কথা বলে। আর শান্তিপ্রিয় মানুষ বা যাদের আমরা শান্তির দূত বলি, তারাও নিজ ধর্ম ও দায়িত্ব পালনের মাধ্যমে অন্যের কাছে নিজের অস্তিত্ব/ স্বকীয়তা প্রকাশ করে। আর সেখানে ঐ ব্যক্তি নিজের আত্মপ্রকাশ করতে গিয়ে কিছু কথা বলে। তা থেকেই নিজের জীবনের আদান-প্রদান শুরু হয়, আর একেই ডায়ালগ বা কথোপকথন বলে। এটা ছাড়া মানুষ

নিজে অন্যের কাছে অব্যক্ত থেকে যায়। সাধু পল করিন্থীয়দের কাছে ১ম পত্রে বলেন, *"আমাদের প্রভু যীশুখ্রীষ্টের নামে আমি তোমাদের কাছে একান্ত আবেদন জানাচ্ছি, ভাই, তোমাদের কথাবার্তায় যেন একটা মতৈক্যের ভাব ফুটে ওঠে, তোমাদের মধ্যে যেন বিন্দুমাত্র দলাদলি না থাকে, বরং একই মনোভাব, একই বিচার-বিবেচনার বন্ধনে তোমরা যেন সম্পূর্ণ এক হয়ে ওঠ ! আমার ভাইয়েরা, আমি কিন্তু খ্লয়ের লোকদের কাছ থেকে এই কথা জানতে পেরেছি যে, তোমাদের মধ্যে নাকি বিবাদ-বিতণ্ডা লেগেই আছে। কথাটা স্পষ্ট করেই বলি : তোমরা নাকি এক-একজন এক-একরকম কথা ব'লে বেড়াও– যেমন ব'লে থাক : "আমি পলের লোক !" বা, "আমি আপল্লোসের লোক!" বা, "আমি পিতরের লোক !" বা, "আমি খ্রীষ্টের লোক !" খ্রীষ্ট কি তাহলে বিভক্ত হয়েছেন নাকি ? বল, পলকেই কি তোমাদের জন্যে তাহলে ক্রুশে দেওয়া হয়েছিল ? তোমরা কি পলেরই নামে দীক্ষাস্নাত হয়েছিলে নাকি ?... ঈশ্বরকে ধন্যবাদ ! ক্রিস্পাস ও গায়ুস ছাড়া আমি তো নিজে তোমাদের কাউকেই দীক্ষাস্নাত করিনি। তাই কেউই একথা বলতে পারে না যে, তোমরা আমার নামে দীক্ষাস্নাত হয়েছ। আমি অবশ্য স্তেফানাসের বাড়ির লোকদেরও দীক্ষাস্নাত করেছি। তাছাড়া অন্য-কাউকে দীক্ষাস্নাত করেছি ব'লে তো মনে পড়ে না। আসলে খ্রীষ্ট যে-কাজ করতে আমাকে পাঠিয়েছেন, তা তো মানুষকে দীক্ষাস্নাত করা নয়, বরং মঙ্গলসমাচার প্রচার করা–আর তাও আবার সেই মানবীয় জ্ঞানের ভাষায় প্রচার করা নয়, পাছে খ্রীষ্টের ক্রুশের নিজস্ব আবেদন তাতে নিষ্ফল হয়ে যায়"* (১:১০-১৭)।

সাধু পল তার পত্র ও বাণীগুলোতে সব সময়ই বলে গেছেন – 'আমি পল খ্রীষ্টযীশুর প্রেরিতদূত'। আর এ প্রেরিতদূত হিসাবে তার প্রধান কাজই ছিল কথা, কাজে, ধ্যানে, জ্ঞানে খ্রীষ্টকে প্রচার করা। আর খ্রীষ্টকে যদি প্রচার করতে হয় তবে তাকে অবশ্যই কথা বলতে হয় তাদের সঙ্গে, যারা খ্রীষ্টকে জানে না। এ প্রচার মানে নয়, মানুষকে দীক্ষাস্নাত করে মণ্ডলীভুক্ত করা বা খ্রীষ্টান বানানো। এ প্রচার মানে খ্রীষ্টকে জানানো, যিনি আমাদের পাপের জন্য তথা মানব জাতির পাপের জন্য ক্রুশীয় মৃত্যুবরণ করেছেন। কেন তাঁর এ মৃত্যু ! এ করুণ মৃত্যু ? সত্যকে প্রকাশের জন্য। ঈশ্বরের পরিকল্পনাকে যাতে মানুষ জানতে ও বুঝতে পারে সেজন্য। সাধু পল তার বাণী প্রচারে সর্বদাই বিভিন্ন কৌশল ব্যবহার করেছেন, আর সে কৌশলগুলোর মধ্যে আছে তার নিজের পরিচিতিরও একটি দিক। আর তার সে পরিচিতিতে তিনি বলেছেন আমি নিজে একজন ইহুদী...।

সাধু পল খ্রীষ্টকে কোন ব্যক্তি বা দলের বলে পরিচয় দেননি। খ্রীষ্টপ্রভু ঈশ্বর – তাঁর ঐশ্বরিক মহিমার কথাই – যা তিনি নিজের জীবনের অভিজ্ঞতা করেছেন (দামাস্কাসের পথে) তা সার্বজনীন ভাবে প্রকাশ করেছেন।

তাই তিনি ব্যক্ত করেছেন, *"... খ্লয়ের লোকদের কাছ থেকে এই কথা জানতে পেরেছি যে, তোমাদের মধ্যে নাকি বিবাদ-বিতণ্ডা লেগেই আছে" (১:১১খ)*। অর্থাৎ দলাদলি চলছে। কেউ বলছে আমি পলের লোক বা আমি আপল্লোসের লোক, বা আমি পিতরের লোক বা আমি খ্রীষ্টের লোক।

এর মাধ্যমে সাধু পল স্পষ্ট কথোপকথনের মাধ্যমে সবাইকে সতর্ক করে দিয়েছেন, খ্রীষ্ট সবার ও সার্বজনীন আমরা সবাই তার বাণীই প্রচার করছি, যিনি সর্বশক্তিমান, যিনি আমাদের পরিত্রাণের জন্য মৃত্যুবরণ করেছেন, পুনরুত্থান করে স্বর্গে পিতা ঈশ্বরের দক্ষিণ পাশে সমাসীন, তিনি আমাদের সেই অনন্ত জীবনের আবাসে যাবার জন্য আমন্ত্রণ জানাচ্ছেন। পরস্পরের কাছে এ আমন্ত্রণের শুভ বার্তা জানাতে দায়িত্ব দিচ্ছেন যেন আমরা সবাই তাকে বিশ্বাস করে সে পথের অনুসরণ করে মৃত্যুর পর সেখানে সমাসীন হতে পারি। একতা ও মিলন ও ভ্রাতৃপ্রেমের বন্ধনে এ পৃথিবীতে শান্তিতে বসবাস করতে পারি।

সাধু পল তার সুতীক্ষ্ণ বুদ্ধি দিয়ে সচেতন ভাবে সব দিকে দৃষ্টি রেখে মানুষের সাথে সংলাপ/কথাবার্তার মধ্য দিয়ে খ্রীষ্টকে প্রচার করেছেন। ব্যক্তির রহস্যময় অবিশ্বাসের জীবনে বিশ্বাসের বীজ শান্তির বার্তা প্রচার করেছেন। অবিশ্বাসী মানুষের মাঝে খ্রীষ্ট বিশ্বাস জাগিয়েছেন। মানুষের কাছে শান্তির বাহক হয়েছেন। সবকিছুই সম্ভব করতে পেরেছেন খ্রীষ্টপ্রভুর দ্বারা, তাঁর প্রতি ভালবাসার দ্বারা। অপরিচিত স্থানে ব্যক্তি, সমাজ ও মণ্ডলীর কাছে।

২০০৮ খ্রীষ্টবর্ষ সাধু পলের বাণী প্রচারের বর্ষরূপে

ঘোষিত। আজ যদি আমি, আপনি, আমরা নিজ নিজ স্থানে থেকে আমাদের পরিবার, সমাজ, মণ্ডলীর মধ্যে সচেতন ভাবে দৃষ্টি রেখে পরিবার/সমাজে শান্তিপ্রিয় মানুষ দেখতে চাই তবে কি চিত্র দেখব ? কিরূপ অবস্থা মানুষে মানুষে ও পরিবার এবং সমাজের মধ্যে দেখতে পারব – সেই খ্লয়ের পলের লোক/আপল্লোসের/পিতরের বা আমি খ্রীষ্টের লোক – এ চিত্র ! খ্রীষ্ট কি তাহলে বিভক্ত হয়েছেন ? আজও কি পরিবার/সমাজ ও মণ্ডলীর মাঝে সেই চিত্র দেখা যাবে ? বাস্তবতার আলোকে যদি দেখি তাহলে পরিবারগুলোর অবস্থা কী ?

মানুষ আজ মাল্টি মিডিয়ার যুগে মোহগ্রস্ত হয়ে পড়েছে। যৌথ পরিবারে ভাঙ্গন একক পরিবারে হয়ে যাচ্ছে। নিজেকে কেমন জানি শামুকের মত গুটিয়ে নিচ্ছে। পরিবারে বাবা-মা সন্তানেরা সবাই পার্থিব কাজ নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ছে। চাকরি করছে। একজন আরেকজনের সাথে কথা বলা/ জীবন সহভাগিতা করার মত সময় পাচ্ছে না। পারিবারিক প্রার্থনা করতে ভুলে যাচ্ছে। সন্তানগণ পুঁথিগত বিদ্যা লাভ করছে। কাটেখিজম, মণ্ডলীর নির্দিষ্ট প্রার্থনাদি শিক্ষালাভ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। পিতামাতা পরস্পরের ভালবাসা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। সন্তানেরা কাজের বুয়া, প্রাইভেট মাস্টারের হাতে বেড়ে উঠছে, মানুষ হচ্ছে। তারা মায়ের হৃদয়ের ভালবাসা থেকে বঞ্চিত, মাতৃদুগ্ধ থেকে বঞ্চিত হয়ে কৃত্রিম দুগ্ধপানে অপুষ্ট জীবনে বেড়ে উঠছে। এখানে নেই প্রার্থনা, শান্তির আলাপ আলোচনা, পরস্পরের হাতের স্পর্শ, জীবন সহভাগিতা, পবিত্র বাইবেল পাঠ। এর পিছনে কি শক্তি রয়েছে যা মানুষের জীবনের সর্বনাশ ডেকে আনছে ? সাধু পলের কথায় : পাপময় জীবনে অতৃপ্ত বাসনা ও লিপ্সা, ভ্রূণ হত্যা, পরস্পরের সাথে আলাপ আলোচনা ইত্যাদি। পিতামাতার স্বার্থপরতা ও পাপ সন্তান নিজের অজান্তে অনুভব করে তার সমসাথী কাউকে ভাইবোনরূপে না পেয়ে। ভাইবোনের স্পর্শ থেকে বঞ্চিত হয়ে। মা সন্তানের স্পর্শ থেকে বঞ্চিত হয়ে নিজের মাতৃত্বের অনুভূতি থেকে নিজেক বঞ্চিত করছে। চীনে প্রস্তুত ক্ষতিকারক পুতুল নিয়ে খেলা করছে। বৌ সাজিয়ে নিজে নিজে জড়বস্তু পুতুলের সাথে আলাপ করছে। কী নিষ্ঠুর এ চিত্র ! সন্তানকে মানুষ করার ভয়ে সন্তানকে মায়ের গর্ভে হত্যা করছে। পিতামাতার বিবাহিত জীবনের বিশ্বস্ততা ও ভালবাসার ফল একমাত্র সন্তানকে বিবাহের প্রতিজ্ঞার আলোকে রক্ষা ও পালন করতে পারছে না।

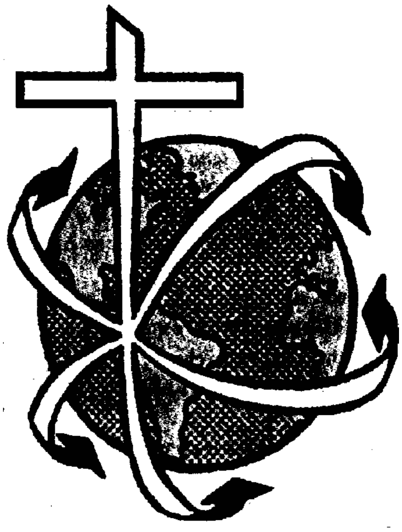

বলতে হয় এবং চিন্তা করলে অবাক লাগে, কিছু কিছু পিতামাতা এ ভুলের জন্য একই ঘরে বাস করেও পরস্পরের সাথে কথা বলা বন্ধ করে দিয়েছে। কেউ বুঝাতে গেলে তারা পরামর্শ বা ধর্মের কথা শুনতে নারাজ। গীর্জায় যাওয়া বন্ধ কারণ ঈশ্বর-বিশ্বাস তাদের জীবন থেকে চলে গেছে। আজ যদি সাধু পলের কথায় কিছু চিন্তা করতে হয়, প্রথমেই বলতে হবে – *ধিক্ তোমাদের! তোমরা যারা এমন অবিশ্বাসীর জীবন যাপন করছ ... /* শান্তির মানুষ হবার জন্য দীক্ষালাভ করেও অখ্রীষ্টীয় জীবন যাপন করছ।

সামাজিক ভাবে মানুষের জীবন যাপনের অবস্থান লক্ষ্য করলে মনে হবে দারিদ্র্য সীমার মধ্যে থেকেও ৭৫% ভাগ মানুষ সুখে শান্তিতে বসবাস করছে। ২০% মানুষ অসুখ বিসুখে কষ্ট পাচ্ছে। ৫% মানুষ সমাজে সমাজনেতা ও ফরিসীর ভূমিকায় আছে। এদের মধ্যে কেউ ভাল ভূমিকায় বা খ্রীষ্টীয় নেতৃত্বের দায়িত্ব পালন করছেন। কিন্তু দুঃখজনক হলেও এদের মধ্য থেকেই কেউ কেউ এমনভাবে সমাজের মানুষকে বা সমাজ জীবনকে বিষিয়ে তুলছে যা অনেক সময় কল্পনা বা চিন্তা করতেও অবাক হতে হয়। কী তাদের ভূমিকা – পরের কুৎসা রটানো, দলাদলি সৃষ্টি, দুর্নাম রটানো ইত্যাদি। কিসের লাভে তারা এ কাজ করছে ? তাদের স্বার্থপরতা, অহংকার, হিংসা ইত্যাদির কারণে। এতে করে সাধারণ মানুষ হতভম্ব হয়ে পড়ছে। খ্রীষ্টীয় ভালবাসার পরিবর্তে অহংকার ও পরস্পরের প্রতি

বিরোধিতার মনোভাব ছড়িয়ে দিচ্ছে, যা খ্রীষ্ট প্রভুর শিক্ষার বিপরীত। শুধু তাই নয়, এ ধরনের পরিবেশ-পরিস্থিতিতে কখনো কখনো রক্তপাত ঘটাচ্ছে। খ্রীষ্ট প্রভু, নিজের রক্তমূল্যে আমাদের পরিত্রাণ ও একত্রিত করেছে, তাঁর ক্রুশের ছায়ায় একত্রিত করেছেন, তা হলে আমাদের হিংসা ও ক্রোধ কেন ও কার জন্য পুনরায় মানুষের রক্ত ঝরাচ্ছে সমাজের অসহায় মানুষের মাঝে ! ঈশ্বর যিনি নিজের প্রতিমূর্তিতে মানুষ সৃষ্টি করেছেন, সে মানুষকে যখন আমরা সমাজের মানুষ নির্যাতন, অপমান ও রক্তপাত করি তখন কি আমাদের বিরাজমান প্রভু যীশু তথা ঈশ্বরকেই আঘাত করছি না ? দ্বিতীয় বার খ্রীষ্টকে ক্রুশবিদ্ধ করছি না ? সাধু পল বলেছেন, "হে মানুষ, তুমি যতবার মারাত্মক পাপ কর ততবারই খ্রীষ্ট প্রভুকে ক্রুশবিদ্ধ ও ক্ষত-বিক্ষত কর ..."। তাই সাধু পলের মত আমারও প্রশ্ন – সামাজিক ক্ষেত্রে আমার, আপনার ও আমাদের ভূমিকা কী ? একতা, মিলন ও ভ্রাতৃত্ব গড়ে তোলা না বিভেদ সৃষ্টি করা ?

মাণ্ডলিকভাবে খ্রীষ্টমণ্ডলীর প্রধান শিক্ষা ঈশ্বরকে ভালবাসা ও প্রতিবেশীকে নিজের মত ভালবাসা। এ শিক্ষার আলোকে আমাদের জীবন মূল্যায়ন করলে আমরা কী চিত্র পাই। প্রেম-প্রীতি ভালবাসা ও ক্ষমার চিত্র ? না হিংসা-বিদ্বেষ ও মনোমানিল্যের চিত্র ? আমরা কি খ্রীষ্টীয় শিক্ষায় প্রকৃত ও খ্রীষ্টীয় মূল্যবোধের খ্রীষ্টান, না শুধু রবিবারের খ্রীষ্টযাগে যোগদানের খ্রীষ্টান ?

আমরা সবাই বলে থাকি, বাস্তবতা কঠিন। কিন্তু ঈশ্বর তো এমন কোন কঠিন বাস্তবতা আমাদের দান করেন নি যা আমরা অনুরসরণ করতে পারব না ? আমি যদি বা এ বাস্তবতাকে অনুসরণ করতে পারি তবে কেন অন্যকে বাধাগ্রস্ত করি ঈশ্বরের পথে, তাঁর ভালবাসার পথে চলতে ? কেন সৃষ্টি করি অন্যের জন্য বেড়াজাল, আমরা নিজেদের খ্রীষ্টভক্তরূপে পরিচয় দিই বা দিতে খুব পছন্দ করি ? তবে কেন আমরা এত কুৎসিত চিন্তা করি, অন্যকে কুৎসিত পথে নিয়ে যেতে প্ররোচনা দিই ? কেন আমরা পাড়া-প্রতিবেশীকে কষ্ট দিই ? তার চলার পথে বাধা দিই ? এমন কি তার মুখ যেন না দেখি তার জন্য সুবৃহৎ বেড়া ও দেয়াল দিই ? এটা কি খ্রীষ্টীয় কাজ, না শয়তানের কাজ ?

আমাদের সমাজ ব্যবস্থায় যেন পচন ধরেছে। যারা সমাজের নেতৃত্ব দিচ্ছে তারাই পর্দার আড়ালে থেকে অসৎ, কুৎসিত কাজগুলোকে হাতছানি দিয়ে ডাকছে। পিলাতের মতই হাত ধৌত করে বলছে কোন্‌টি সত্য। বা সত্যি কিনা তা জানি না। প্রিয়জনেরা, মানুষ মানুষকে অস্বীকার করতে পারে। কাইনের মতই আবেলকে হত্যা করে সবার সামনে বলতে পারে, আমি জানি না আবেল কোথায় ...। কিন্তু সর্বশক্তিমান ঈশ্বর মানুষকে যে বিবেক দিয়েছেন ভাল-মন্দ বুঝার, সে বিবেক কিন্তু কাউকে রেহাই দেবে না। কারণ ঈশ্বর আছেন, এটা যেমন চিরন্তন সত্য, মানুষের বিবেক তাড়নাও তেমনি চিরন্তন সত্য। তুমি যাকে এক-ঘায়ে হত্যা করেছ, ঈশ্বরের প্রতিমূর্তি ভাই মানুষকে পদদলিত করেছ – তোমার বিবেক কিন্তু তোমাকে ছেড়ে যাবে। বিবেকের যন্ত্রণায় তুমি ধ্বংস হবে। তোমার 'আমিত্ব'কে বিবেক সব সময় জিজ্ঞেস করছে, তুমি কে ? কোথা থেকে তোমার আগমন ? কোথায় আছ ? তোমার জীবনের অবস্থা কি ? মৃত্যুর পরে তুমি কোথায় যাবে ? এর উত্তর তুমি কি দিতে পারবে ? আমার মনে হয়, যারা ভাল মানুষ, সুন্দর মনের মানুষ তারা এর উত্তর দিতে পারবে। যারা ঈশ্বর বিশ্বাসী ভাল মানুষ তাদের বিবেকই বলে দিক সঠিক উত্তরটি। অসুন্দরের পূজারী যারা – দলাদলি, মারামারি, বিভেদ সৃষ্টি করে মানসিক তৃপ্তি পায় তাদের এর উত্তর কঠিন ভাবে দিতে হবে । তাদের সে উত্তর কি – 'জানি না' ।

আসুন, আমরা আমাদের জীবন মূল্যায়ন করি। ঝেড়ে ফেলে জীবনের যত কালিমা অহংবোধ, পাপময়তা, খ্রীষ্টকে পরিধান করি। যেন তাঁর ক্রুশের ছত্রছায়ায় মিলন একতা ও ভালবাসা নিয়ে একমন এবং একপ্রাণ হয়ে তাঁরই শান্তির দূত হতে চেষ্টা করি। বিভেদ বিচ্ছেদ নয়, খ্রীষ্টীয় পরিবার, খ্রীষ্টীয় সমাজ ও খ্রীষ্টের মণ্ডলী গড়তে প্রত্যেকে আমরা নিজ নিজ ভূমিকা রাখি। আমার ভাই আমার দায়িত্ব। আমাদের সন্তান ঈশ্বরের দান। আমাদের ভালবাসার ফসল এ দানকে দায়িত্ব সহকারে তাঁরই শিক্ষা ও দীক্ষার প্রতিজ্ঞার আলোকে গঠন দান করি। একতা, মিলন ও ভ্রাতৃসমাজ গড়ে তুলতে বিশেষ ভূমিকা পালন করি। আপন আপন জীবনের মধ্যেই অপর খ্রীষ্টকে প্রকাশ করি কথায়, কাজে ও আচার-ব্যবহারে।